দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 12 2006 ...
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ১

ঝিনাইদহে কলেজ শিক্ষকরা ছাএ-ছাএার জন্য বাড়ি বাড়ি ধরণা দিচ্ছেন

এবার জেলার কলেজগুলোতে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র সংকট হবে। আর শূণ্য থাকবে বৃহৎসংখ্যক আসন। ইতিমধ্যেই অনেক কলেজের শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রী সংগ্রহের জন্য বাড়ি বাড়ি ধরনা দিতে শুরু করেছেন। জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় দু'টি সরকারি কলেজসহ মোট কলেজের সংখ্যা ১৫টি। এছাড়াও ২টি কারিগরি কলেজ ও একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটও আছে। শৈলকুপা উপজেলায় ১টি সরকারি কলেজ, ১টি কারিগরি কলেজসহ মোট ১৩টি কলেজ আছে। এছাড়াও দু'টি হাইস্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী আছে।

কোটচাঁদপুর উপজেলায় ১টি সরকারি কলেজসহ ৪টি কলেজ আছে। এছাড়াও ১টি কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। মহেশপুর উপজেলায় একটি সরকারি কলেজসহ মোট কলেজের সংখ্যা ৭টি। খালিশপুরে দু'টি কলেজ কাছাকাছি চলছে।

কালীগঞ্জ উপজেলায় ৯টি কলেজ আছে। জেলার একমাত্র উপজেলা যেখানে সরকারি কলেজ নেই। জানা যায়, এ উপজেলা থেকে ১৯শ' ৭৭ জন এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল। পাস করেছে ৯শ' ১১ জন পাস করেছে। এ উপজেলা থেকে ৪৫ দশমিক ৯৭ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী পাস করেছে। জেলার অন্যান্য উপজেলাতেও পাসের চিত্রটি প্রায় একই রকম। যশোর বোর্ডে পাসের হার এবার এমনিতেই কম। ফলে সব কলেজগুলোই ছাত্র সংকটে পড়বে। জেলা শহরের কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা তুলনামূলক ভালই হবে। বেশি সংকটে পড়বে গ্রামের কলেজগুলো। এমনকি উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কলেজগুলোতেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মিলবে না। হরিণাকুণ্ডু সরকারি লালন শাহ কলেজে কয়েক বছর যাবৎ ছাত্র সংকট চলছে। এ উপজেলায় আরো ৬টি বেসরকারি কলেজ আছে। একটি হাইস্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী আছে। শৈলকুপা সরকারি কলেজেও অনেক আসন শূন্য থাকবে।

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য ক
কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণ
নেমে পড়েছেন। নানান ও
দেয়া হচ্ছে। প্রায় কলেজে
ভর্তির অফার দেয়া হ
পাশাপাশি আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার আশ্বাসও দেয়া হ
এলাকাভিত্তিক স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের মার্কশিট ও প্রশংসাপত্র অ
দেয়া হবে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এ কাজে সংশ্লিষ্ট এলাকার রাজনৈ
ব্যক্তিত্ব ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বরদের ব্যবহার করা
বলে জানা গেছে। এমন কলেজও আছে যেখানে ৩০ জন ছাত্র-
ভর্তি হবে কিনা সন্দেহ। বোর্ডের নির্দেশের অপেক্ষা না করে
কোন কলেজ ভর্তি শুরু করে দিয়েছে বলে জানা গেছে। শিক্ষক
রুটি, রুজি ও কলেজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট। কোন
কলেজের অধ্যক্ষ শিক্ষক প্রতি ছাত্র ভর্তির কোটা নির্ধারণ করে দিয়ে
একটি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জানান, তার এলাকায় এবার মেয়ের
পাস করেছে। এতে ছাত্রী সংকট হবে।